সংবাদ পরিক্রমা

১ জুলাই ২০১৯

শিল্পের আলোয় বঙ্গবন্ধু'র জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী গবেষণা 'আমার প্রস্তাব, আমার প্রত্যয়'

'জাতীয় পতাকা হাতে স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই মুজিব' শ্লোগানকে ধারণ করে শিল্পের আলোয় বঙ্গবন্ধু'র জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। জন্মশতবর্ষকে কেন্দ্রকরে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে একাডেমির কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে এবং ২০৪১-এ উন্নত দেশ গড়তে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের মতামত ও পরামর্শ চেয়ে তথ্য সংগ্রহের এই উদ্যোগের নাম 'আমার প্রস্তাব, আমার প্রত্যয়'। এছাড়া বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে মুজিববর্ষে (১৭ মার্চ ২০২০- ১৭ মার্চ ২০২১) অন্তত একটি শুভকাজ করার প্রত্যয়ে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীসহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণে কাজ করছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

সকল জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামের শিশু-কিশোর, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সংস্কৃতিকর্মী, ক্রীড়া সংগঠক, সাংবাদিক, সকল অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শ্রমিক, কৃষক, মুক্তিযোদ্ধা, সমাজকর্মী, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গসহ সর্বস্তরের জনগণ এই তথ্য ছক পূরণ করতে পারবে। ১ আগস্ট ২০১৯ তারিখের মধ্যে এই তথ্য ছক পুরণ করে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, সেগুনবাগিচা, রমনা, ঢাকা অথবা ই-মেইল (ংযরষঢ়ধশধষধনফ@মসধরষ.পড়স) বরাবর প্রেরণ করা যাবে।

সারাদেশ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ছকসমূহ যাচাই-বাছাই পূর্বক সেরা ২০জন সৃজনশীল ধারণা প্রদানকারীকে পুরস্কৃত করা হবে এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি সৃজনশীল ধারনাসমূহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে জানিয়েছেন একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

২৩তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী দেশের চারুশিল্পের বৃহত্তম উৎসব। ১৯৭৪ সালে সমকালীন চিত্রকলা প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিষয়ক কর্মকান্ড শুরু হয়। এ কর্মকান্ডের সূত্র ধরে ১৯৭৫ সালে শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীর যাত্রা শুরু। প্রতি দুই বছর পর পর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে এ প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে ১ জুলাই ২০১৯ শুরু হয়েছে ২৩তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী।

প্রদর্শনী উদ্বোধন অনুষ্ঠান ১ জুলাই ২০১৯ / ১৭ আষঢ় ১৪২২৬ রোজ সোমবার বিকাল ৫ টায় একাডেমির জাতীয় চিত্রশালায় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে একাডেমির যন্ত্রশিল্পীরা অর্কেস্ট্রা পরিবেশন করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন ও বিজয়ী শিল্পীদের পুরস্কার প্রদান করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে অংশগ্রহণকারী সকল শিল্পীকে অভিনন্দন জানিয়ে এইচ টি ইমাম বলেন, ‘এটি চমৎকার একটি প্রদর্শনী হবে। দেশ বিদেশে আমাদের শিল্পীদের যথেষ্ট মর্যাদা আছে। সবাইকে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে শিল্পকর্ম ক্রয় করার আহ্বান জানাই।’

বিশেষ অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি এবং বরেণ্য চিত্রশিল্পী মনিরুল ইসলাম। একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী’র সভিাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য দিয়েছেন চারুকলা বিভাগের পরিচালক শিল্পী আশরাফুল আলম পপলু।

এবারের প্রদর্শনীতে ৩১০ জন শিল্পীর ৩২২ টি শিল্পকর্ম স্থান পাচ্ছে। চিত্রকলা, ছাপচিত্র, ভাস্কর্য, কারুশিল্প, স্থাপনা ও ভিডিও আর্ট মাধ্যমের শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। এছাড়া ও আছে কৃৎকলা (পারফরমেন্স আর্ট)। আবেদনকারী ৮৫০ জন শিল্পী থেকে বাছাইকৃত ৩১০ জন শিল্পীর ৩২২ টি শিল্পকর্মের মধ্যে ১৫৯ টি চিত্রকলা, ৪৫ টি ভাস্কর্য, ৫০ টি ছাপচিত্র, ১৭ টি কারুশিল্প, ৮ টি মৃৎশিল্প , ৩৭ টি স্থাপনা ও ভিডিও আর্ট , ০৭ টি কৃৎকলা (পারফরমেন্স আর্ট)।

প্রাথমিক পর্যায়ে শিল্পকর্ম বাছাই কমিটিতে ছিলেন শিল্পী নাসরিন বেগম , শিল্পী মোস্তাফিজুল হক , শিল্পী শেখ সাদী ভূইয়া , শিল্পী ড. মোহাম্মদ ইকবাল ও শিল্পী আনিসুজ্জামান । পুরস্কারের জন্য সেরা শিল্পকর্ম বাছাইয়ে বিচারক হিসেবে ছিলেন শিল্পী আব্দুস শাকুর শাহ, স্থপতি শামসুল ওয়ারেস, শিল্পী রণজীৎ দাস , শিল্পী ড. ফরিদা জামান ও শিল্পী মোহাম্মদ ইউনুস দায়িত্ব পালন করেন।

জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে মোট ৮ টি পুরস্কার প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন শিল্পী কামরুজ্জামান যার আর্থিক মূল্যমান ২ লক্ষ টাকা। চিত্রকলা, ভাস্কর্য, ছাপচিত্র , স্থাপনা- এই চারটি বিভাগে সম্মানসূচক পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে শিল্পী রাফাত আহমেদ বাঁধন, শিল্পী তানভীর মাহমুদ, শিল্পী রুহুল করিম রুমী, শিল্পী সহিদ কাজী। প্রতিটির আর্থিক মূল্যমান ১ লক্ষ টাকা। এছাড়াও বেঙ্গল ফাউন্ডেশন পুরস্কার পেয়েছেন শিল্পী উত্তম কুমার তালুকদার যার মূল্যমান ১ লক্ষ টাকা। দীপা হক পুরস্কার পেয়েছেন সুমন ওয়াহিদ যার মূল্যমান ২০ হাজার টাকা ও চিত্রশিল্পী কাজী আনোয়ান হোসেন পুরস্কার পেয়েছেন শিল্পী ফারিয়া খানম তুলি যার মূল্যমান ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হবে ।

প্রদর্শনীটি ১-২১ জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত চলবে । প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা ও শুক্রবার বিকেল ৩ টা থেকে রাত ৮ পর্যন্ত চলবে। গত ৩০ জুলাই বিকাল সাড়ে চারটায় জাতীয় নাট্যশালা সেমিনার কক্ষে ২৩তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীর বিস্তারিত তুলে

ধরেন একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির সচিব বদরুল আনম ভূঁইয়া, চারুকলা বিভিাগের পরিচালক শিল্পী আশরাফুল আলম পপলুসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ।

জাতীয় সংস্কৃতির গৌরবময় বিকাশকে অব্যাহত রাখতে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিল্পকলার চর্চা ও বিকাশের উদ্দেশ্যে শিল্পসংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে কাজ করছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। প্রতি দুই বছর পরপর একাডেমির চারুকলা বিভাগ নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী, জাতীয় ভাস্কর্য্য প্রদর্শনী, দ্বিবার্ষিক এশিয় চারুকলা প্রদর্শনী, জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী আয়োজনসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রদর্শনী আয়োজন করে থাকে।

০২ জুলাই ২০১৯

প্রয়াত গুণীজনদের স্মরণ অনুষ্ঠান “স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ”

দেশের স্বনামধন্য কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের স্মরণ করতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির বিভিন্ন বিভাগ আয়োজন করছে ৪৫জন বিশিষ্ট ব্যক্তির স্মরণ অনুষ্ঠান।

৩০ জুন থেকে ৪ জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত জাতীয় নাট্যশালার স্টুডিও থিয়েটারে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টায় একাডেমির নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের ব্যবস্থাপনায় যেসকল প্রয়াত গুণীজনদের স্মরণ করা হবে। ৩০ জুন জহির রায়হান ও মুনীর চৌধুরী, ১ জুলাই অমলেন্দু বিশ্বাস ও তারেক মাসুদ, ২ জুলাই শহিদুল্লাহ কায়সার ও আলমগীর কবীর, ৩ জুলাই সেলিম আল দীন ও সুভাষ দত্ত এবং ৪ জুলাই চাষী নজরুল ইসলাম ও আবদুল্লাহ আল মামুন স্মরণে সেমিনার, নাটক প্রদর্শনী এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

২ জুলাই একাডেমির নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের ব্যবস্থাপনায় স্টুডিও থিয়েটারে শহিদুল্লাহ কায়সার স্মরণে আলোচনা সভায় ড. আফসার আহমেদ এর সভাপতিত্বে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. হোসনে আরা জলি এবং আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মাহবুবুল হক ও ড. রতন সিদ্দিকী, আলমগীর কবীর স্মরণে ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন এর সভাপতিত্বে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী এবং আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক জুনায়েদ, আহমদ হালিম ও শামীম আখতার।

একাডেমির সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় সঙ্গীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ কমল দাশগুপ্ত ও ফিরোজা বেগম স্মরণে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
গত ২৪ জুন সন্ধ্যা ৬টায় একাডেমির জাতীয় সঙ্গীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে ‘স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক স্মরণানুষ্ঠান ২০১৯ আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ঋত্বিক নাট্যপ্রাণ লিয়াকত আলী লাকী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ অধ্যাপক ড. আ ব ম নূরুল আনোয়ার, বাংলাদেশ থিয়েটার আর্কাইভের চেয়ারম্যান, নাট্য সমালোচক ও নাট্য অনুবাদক অধ্যাপক আবদুস সেলিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের অধ্যাপক শিল্পী জামাল আহমেদ, বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী জনাব কিরণ চন্দ্র রায়, আলোকচিত্র শিল্পী পাভেল রহমান, বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান এবং চলচ্চিত্র সংসদ কর্মী ও আলোকচিত্রী মুনিরা মোরশেদ মুন্নী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির সচিব জনাব বদরুল

আনম ভূঁইয়া। অনুষ্ঠান আয়োজনে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, প্রদীপ প্রজ্জ্বালন, প্রয়াত গুণীজনদের স্মৃতির প্রতি নিরবতা পালন, প্রয়াত গুণীদের তালিকা এবং ছবি প্রদর্শন।

০৮ জুলাই ২০১৯

”স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ” শীর্ষক স্মরণ অনুষ্ঠানে চারুশিল্পীদের স্মরণ

দেশের স্বনামধন্য কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের স্মরণ করতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির বিভিন্ন বিভাগ আয়োজন করছে ৪৫জন বিশিষ্ট ব্যক্তির স্মরণ অনুষ্ঠান।

আয়োজনের ধারাহিকতায় ৮ জুলাই ২০১৯ তারিখ সোমবার বিকাল ৫টায় একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে একাডেমির চারুকলা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় আয়োজন করা হয়েছে চারুশিল্পী পটুয়া কামরুল হাসান, শিল্পী এস এম সুলতান এবং শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী’র জীবন ও কর্মের উপর আলোচনা শীর্ষক স্মরণানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ঋত্বিক নাট্যপ্রাণ লিয়াকত আলী লাকী এর সভাপতিত্বে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী’র জীবন ও কর্মের উপর স্মৃতিচারণ করেন প্রয়াত শিল্পীর সহধর্মিনী তাহেরা খানম চৌধুরী এবং প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শিল্পী শাওন আকন্দ ও উপস্থিত প্রবন্ধের আলোকে আলোচনা করেন শিল্পী নিসার হোসেন, শিল্পী এস এম সুলতান এর উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করে শিল্পী মোস্তফা জামান এবং উপস্থিত প্রবন্ধের আলোকে আলোকে আলোচনা করেন শিল্পসমালোচক মঈনুদ্দিন খালেদ, পটুয়া কামরুল হাসান এর উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট লেখক, গবেষক জনাব মফিদুল হক এবং প্রবন্ধের আলোকে আলোচনা করেন বরেণ্য শিল্পী হাশেম খান। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির চারুকলা বিভাগের পরিচালক শিল্পী আশরাফুল আলম পপলু।

গত ২৪ জুন সন্ধ্যা ৬টায় একাডেমির জাতীয় সঙ্গীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে ‘স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক স্মরণানুষ্ঠান ২০১৯ এর উদ্বোধনী আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ঋত্বিক নাট্যপ্রাণ লিয়াকত আলী লাকী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ অধ্যাপক ড. আ ব ম নূরুল আনোয়ার, বাংলাদেশ থিয়েটার আর্কাইভের চেয়ারম্যান, নাট্য সমালোচক ও নাট্য অনুবাদক অধ্যাপক আবদুস সেলিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের অধ্যাপক শিল্পী জামাল আহমেদ, বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী জনাব কিরণ চন্দ্র রায়, আলোকচিত্র শিল্পী পাভেল রহমান, বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান এবং চলচ্চিত্র সংসদ কর্মী ও আলোকচিত্রী মুনিরা মোরশেদ মুন্নী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির সচিব জনাব বদরুল আনম ভূঁইয়া।

অনুষ্ঠান আয়োজনে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, প্রদীপ প্রজ্জ্বালন, প্রয়াত গুণীজনদের স্মৃতির প্রতি নিরবতা পালন, প্রয়াত গুণীদের তালিকা এবং ছবি প্রদর্শন।

১১ জুলাই ২০১৯

বর্ষার সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান"বর্ষামঙ্গল"

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে আজ ২৭ আষাঢ় ১৪২৬/ ১১ জুলাই ২০১৯ সন্ধ্যা ৬টায় একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে বর্ষার সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান 'বর্ষামঙ্গল' আয়োজন করা হয়েছে।

বৃষ্টিধারা ও সঙ্গীতের সুর মূর্ছনায় সন্ধ্যার আয়োজনে শুরুতেই ছিলো যন্ত্রসঙ্গীত। এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। সন্তানদেরকে ঋতু বৈচিত্র উপভোগ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য অভিবাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে মহাপরিচালক বলেন, 'আমাদের অসাধারণ ছয়টি ঋতু, কিন্তু শহরে বাসে আমরা তা উপভোগ করতে পারিনা। ছয়টি ঋতু নিয়ে যেসব শিল্প আমরা নির্মান করেছি তা বিশ্বে বিরল।'

অনুষ্ঠানে একাডেমির সংগীত শিল্পীর সমবেদ সংগীত পরিবেশন করেন। মন মোর মেঘের সঙ্গী, এসো হে সজল শ্যাম ঘন দেয়া, অমৃত মেঘের বারি, আজি ঝর ঝর মুখর বাদল দিনে এবং গহন ঘন ছাইলো গানের কথায় সমবেত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। পরদেশী মেঘ, শাওন গগন ঘোর ঘনঘটা এবং বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে গানের কথায় সমবেত নৃত্য পরিবেশন করবে একাডেমির নৃত্য শিল্পীবৃন্দ। একাডেমির সংগীত শিল্পীরা একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। 'মেঘ বলছে যাবো যাবো' গান পরিবেশন করবেন শিল্পী মোহনা দাস, 'সখী বাঁধলো বাঁধলো ঝুল নিয়া' পরিবেশন করবেন শিল্পী হিমাদ্রী রায়, 'এই মেঘলা দিনে একলা' গান পরিবেশন করবেন শিল্পী সোহানুর রহমান, 'যদি মন কাঁদে তুমি চলে এসা' পরিবেশন করবেন শিল্পী সুচিত্রা সূত্রধর, 'আকাশ মেঘে ঢাকা' পরিবেশন করবেন শিল্পী-আবিদা রহমান সেতু, 'সমুদ্রের কিনারে বসে' পরিবেশন করবেন শিল্পী হীরক সর্দার, 'আষাঢ মাইসা ভাষা পানি রে' গান করবেন শিল্পী রোখসানা আক্তার রূপসা, 'শ্রাবণের মেঘগুলো' গান করবেন শিল্পী রাফি তালুকদার। এছাড়াও রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী নবনীতা, নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ইয়াসমীন মুস্তারী, আধুনিক গান শিল্পী রফিকুল আলম এবং লোকগীতি পরিবেশন করে শিল্পী আবু বকর সিদ্দীন। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি পরিবেশন করেন শিল্পী কৃষ্টি হেফাজ।

১২ জুলাই ২০১৯

ঐতিয্যবাহী ধামাইল নৃত্য ও সংগীতের কর্মশালা শুরু

সুনামগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী ধামাইল গান ও নৃত্য প্রশিক্ষনের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। রাধাকৃষ্ণের কাহিনি ভিত্তিক লোকজ এই ধামাইল সংগীতের জনক রাধারমন দত্ত। একাডেমির ত্রিশজন সংগীত ও নৃত্য শিল্পীর অংশগ্রহণে তিনদিনব্যাপী এই কর্মশালা শুরু হয় ১২ জুলাই সকাল ১০টায়। ১৪ জুলাই পর্য্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্য্যন্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে।

প্রশিক্ষন দিচ্ছেন সুনামগঞ্জের সংগীত প্রশিক্ষক দেবদাস চৌধুরী রঞ্জন। নৃত্য প্রশিক্ষক হিসেবে আছেন তুলিকা ঘোষ চৌধুরী এবং যন্ত্রসহযোগী অমিত বর্মণ।

ধামাইলের পরিবেশনায় রয়েছে বেশ কয়েকটি পর্ব। এইমধ্যে তিনদিনে ৫টি পর্বের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ধামাইলে পর্ব অনুযায়ী পোশাকেও রয়েছে ভিন্নতা। ধামাইল মূলত নারীরা পরিবেশন করে থাকে। এটি দক্ষিনের দিকে পরিবেষ্টিত হয়ে দলগত ভাবে পরিবেশন করতে হয়।

বাংলাদেশে যে এতগুলো ঐতিহ্যবাহী লোকজ নাচের ধরন আছে তা অনেকেই জানেননা। লোকজ উৎস থেকে এই ধরনের নাচের ধরন শিখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন প্রশিক্ষনার্থী ফিফা চাকমা। বিভিন্ন লোকজ গান ও নৃত্যের প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং ধামাইল উৎসব আয়োজনের পরিকল্পার কথা জানিয়েছেন একাডেমির মাহপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

অনুসন্ধানী প্রামান্যচিত্র ‘ক্ষমাহীন নৃশংসতা’ প্রদর্শনী আগামীকাল

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ১২ জুলাই ২০১৯ বিকাল ৫টায় একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে অনুসন্ধানী প্রামান্যচিত্র ‘ক্ষমাহীন নৃশংসতা’ প্রদর্শনী ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রামান্যচিত্রটি নির্মাণ করেছেন টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব ফুয়াদ চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম, এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানীত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক বদরুল আনম ভূঁইয়া এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করবেন চলচ্চিত্র নির্মাতা ফুয়াদ চৌধুরী। উদ্বোধনী আলোচনা শেষে পরিবেশিত হবে ফুয়াদ চৌধুরী নির্মিত অনুসন্ধানী প্রামান্যচিত্র “ক্ষমাহীন নৃশংসতা”।

১৪ জুলাই ২০১৯

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত ‘ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স’ এ অংশগ্রহণ

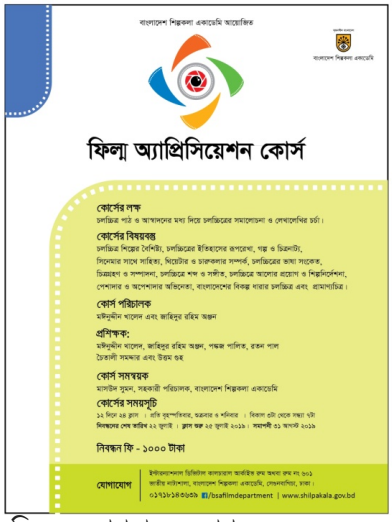

দেশীয় চলচ্চিত্রের বিকাশ ও উন্নয়ন এবং সুষ্ঠু ও নির্মল চলচ্চিত্র আন্দোলনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি গত কয়েক বছর ধরে গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্রের কর্মসূচি পালন করেছে।

এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবারে আয়োজন করেছে ‘ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স’। চলচ্চিত্র পাঠ ও আস্বাদনের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রের সমালোচনা ও লেখালেখির চর্চা বৃদ্ধি করাই কোর্সের উদ্দেশ্য।

১২দিনে ২৪টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। ক্লাস শুরু হবে ২৫ জুলাই ২০১৯ এবং সমাপনী ৩১ আগস্ট ২০১৯। প্রতি বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার, বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে।

একজন সাংবাদিক হিসেবে ‘ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স’টি শিল্প সমালোচনা এবং আপনার লেখালেখির চর্চাকে আরো সমৃদ্ধ করবে বলে প্রত্যাশা করি। এলক্ষে প্রশিক্ষনার্থী হিসেবে আপনার অংশগ্রহনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

১৮ জুলাই ২০১৯

ঐতিয্যবাহী ধামাইল সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান

জাতীয় নাট্যশালা স্টুডিও থিয়েটার হলে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত সুনামগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী ধামাইল গান ও নৃত্য প্রশিক্ষনের সমাপনি আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী'র পরিকল্পনায় একাডেমির ২৫জন সংগীত ও নৃত্য শিল্পীর অংশগ্রহণে তিন দিনব্যাপী এই কর্মশালা শুরু হয় ১২ জুলাই সকাল ১০টায়। প্রশিক্ষন দিয়েছেন সুনামগঞ্জের সংগীত প্রশিক্ষক দেবদাস চৌধুরী রঞ্জন। নৃত্য প্রশিক্ষন দিয়েছেন তুলিকা ঘোষ চৌধুরী এবং যন্ত্রসহযোগী অমিত বর্মণ।

১২-১৪ জুলাই প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্য্যন্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিনের প্রশিক্ষণ শেষে ১৪ জুলাই সন্ধ্যা ৬টায় সমাপনি এবং ধামাইল নৃত্য ও সংগীতানুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষনার্থীদের অংশগ্রহণে ৭টি গানের সাথে নৃত্য পরিবেশিত হয়।
আসন বন্দনা-তোমরা আসন সাজাওগো, বিচ্ছেদ বন্দনা-আমার বন্ধু দয়াময়...তোমারে দেখবার মনে লয়, বাঁশি পর্ব-বাঁশিত ধইরা মারলো টান ও বাইজ্জোনারে শ্যামের বাঁশি জয় রাধা বলিয়া, আক্ষেপ পর্ব-আমি সাধ করে পরেছি গলে শ্যাম কলঙ্কের মালা, জলভরা পর্ব-আমি কি হেরিলাম জলের ঘাটে গিয়া সখি গো এবং সবশেষে পরিবেশিত হয় মিলন পর্ব-যুগল মিলন হইলো গো বৃন্দাবন আজ প্রেমে ভাইসা যায়।

সমাপনি অয়োজনের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্যে প্রশিক্ষক তুলিকা ঘোষ চৌধুরী বলেন, 'এখন আমরা একটা স্মার্ট যুগে চলে এসেছি। আমাদের যে ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক পরিবেশনাগুলো কোন নির্দিষ্ট সংস্কৃতি বা জাতির নয়। তাই আমরা সবাই মিলে সেটি করতে পারি। ধমাইল সাধারণত নারীরা করে থাকে কিন্তু আমি চাই, নারী পুরুষ বৈষম্য না করে সবাই একযোগে কাজ করবো। তাই এই প্রশিক্ষনে পুরুষদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছি।'

উল্লেখ্য, ধামাইলের পরিবেশনায় রয়েছে বেশ কয়েকটি পর্ব। এইমধ্যে তিনদিনে ৫টি পর্বের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ধামাইলে পর্ব অনুযায়ী পোশাকেও রয়েছে ভিন্নতা। ধামাইল মূলত নারীরা পরিবেশন করে থাকে। এটি দক্ষিনের দিকে পরিবেষ্টিত হয়ে দলগত ভাবে পরিবেশন করতে হয়।

বাংলাদেশে যে এতগুলো ঐতিহ্যবাহী লোকজ নাচের ধরন আছে তা অনেকেই জানেননা। তাই লোকজ উৎস ও প্রশিক্ষন থেকে এরকম নাচের ধরন শিখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন প্রশিক্ষনার্থীরা। বিভিন্ন লোকজ গান ও নৃত্যের প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং ধামাইল উৎসব আয়োজনের পরিকল্পার কথা জানিয়েছেন একাডেমির মাহপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

১৯ জুলাই ২০১৯

পূর্ণিমা তিথিতে সাধুমেলা

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে মাসিক সাধুসঙ্গ এর চতুর্থ পর্ব। লালনের তত্ত্ব বানী প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতি মাসে এই সাধুসঙ্গের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সম্মানিত মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর পরিকল্পনায় ১৯ জুলাই, ২০১৯ সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির বটতলায় মাসিক পূর্ণিমা তিথির ‘সাধুমেলা’ (৪র্থ পর্ব) অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী, অধ্যাপক ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন (ডিন, কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক কৃষ্টি হেফাজ (অধ্যক্ষ, সরকারি সংগীত মহাবিদ্যালয়), অধ্যাপক ড. শোয়াইব জিবরান, অনন্ত উজ্জ্বল, লাল সাইজির তত্ত্ব ও দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করবেন লালন গবেষক আবদেল মান্নান ও সৈয়দ জাহিদ হাসান। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্বাবধানে ছিলেন একাডেমির ইন্সট্রাক্টর আনিসুর রহমান। লালন সাঁইজির ভাববাণী পরিবেশন করবেন বীর মুক্তিযোদ্ধা নহীর শাহ, বাউল টুনটুন ফকির, সমির বাউল, রোকসানা আক্তার রুপসা এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বাউল দল। অনুষ্ঠানটি স ালনা করেছেন একাডেমির সংগীত শিল্পী সরদার হীরক রাজা।

উল্লেখ্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ইতোমধ্যে একাধিক বাউল উৎসব ও আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন করেছে। প্রতিশ্রুতিশীল বাউল শিল্পীদের নিয়ে ঢাকা এবং কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠান এবং সেমিনার আয়োজন করেছে। একাডেমিতে তরুণ বাউল শিল্পীদের নিয়ে বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং শিল্পী পার্বতী বাউলের তত্বাবধানে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।